بسم الله الرحمن الرحيم

জাপানের নাগোয়াতে অবস্থিত বাইতুল আহাদ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ২০ নভেম্বর, ২০১৫ মোতাবেক ২০ নবুয়্যত, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(সূরা আল্ হাজ্জ: ৪২)

অর্থাৎ এরা সেসব লোক, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌রই হাতে।

জাপানে প্রথম মসজিদ নির্মাণ

আলহামদুলিল্লাহ্, আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জাপান তাদের প্রথম মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। এই মসজিদের নির্মাণকে আল্লাহ্ তা'লা সকল অর্থে আশিস ও কল্যাণমন্ডিত করুন আর আপনারা মসজিদ নির্মাণের পিছনে যে লক্ষ্য থাকে তা অর্জনে সফল হোন। অ-আহমদীরা এবং অন্যান্য মুসলমানরাও মসজিদ নির্মাণ করে এবং লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ডলার খরচ করে খুব সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে থাকে। যদিও এখানে, অর্থাৎ জাপানে এটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রথম মসজিদ কিন্তু এটি এই দেশের প্রথম মসজিদ নয়। বলা হয়, এখানে অন্যান্য মুসলমানদের একশ' বা শতাধিক মসজিদ রয়েছে। কাজেই, শুধু মসজিদ নির্মাণ করাই বড় কোন বিষয় নয়, যে কারণে আমরা বলতে পারি যে, জাপানে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। অনেকে বড় গর্বের সাথে এ কথাও বলে থাকে, আমরা যে মসজিদ নির্মাণ করেছি, তা সংকুলানের দিক থেকে জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ। কিন্তু এটিও এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, যার কারণে আমরা এ কথা ভেবে বসবো যে, আমাদের পরম লক্ষ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গেছে। আমাদের লক্ষ্য তখনই অর্জিত হবে, যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য আছে, তা অর্জনের চেষ্টা করব। আর সেই লক্ষ্য হল, খোদার সাথে আমাদের সু-সম্পর্ক বন্ধন রচনা করা আর তাঁর ইবাদতের যে দায়িত্ব, সঠিকভাবে তা পালন করা এবং তাঁর সৃষ্টির যে প্রাপ্য অধিকার আছে তাও যথাযথভাবে প্রদান করা। আর সেই সাথে আমাদের নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রেখে এর উন্নত মানে পৌঁছা এবং ইসলামের অনুপম শিক্ষা ও অনিন্দ্য সুন্দর বাণী এ জাতির প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।

জাপান যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে আর জাপানীদের মাঝে যখন ধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তখন ইসলামের প্রতিও তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। এই কথাটি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিগোচরে আনা হয়, তখন জাপানীদের কাছে তিনি প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছানোর প্রবল বাসনা ব্যক্ত করেন। আজ থেকে শত বছর পূর্বে তিনি স্পষ্ট করেন যে, **জাপানীদের মাঝে যদি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ জন্মে বা আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তাহলে প্রকৃত ইসলামের বাণী তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। নতুবা মৃত ধর্মে জাপানীদের যোগ দেওয়ার প্রয়োজন কী?** তিনি (আ.) বলেন, **যাদের মাঝে অর্থাৎ অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে তো ইসলামী শিক্ষার সঠিক চেতনাই নেই, তারা কীভাবে অন্যদের হিত সাধন করবে?** তিনি (আ.) বলেন, **অন্যান্য মুসলমানরা ওহীর দরজা বন্ধ করে নিজেদের ধর্মকে মৃতবৎ করে তুলেছে।** গভীর মর্ম যাতনার সাথে তিনি (আ.) বলেন, **ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে বলে অ-আহমদী মুসলমানরা শুধু নিজেদের প্রতিই অবিচার করে না, বরং নিজেদের বিশ্বাস এবং অপকর্মের মাধ্যমে অন্যদের জন্য ইসলামে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করে। তাদের কাছে এমন কি অস্ত্র আছে, যার মাধ্যমে তারা ভিন্-ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়?** নিজ অনুসারীদের সম্বোধন করে তিনি (আ.) বলেন, **এই জামাতের কতক ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করা উচিত, যারা হবে যোগ্য আর সৎসাহসী।** **(মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২)**

এরপর তিনি জাপানীদের মাঝে তবলীগের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়নের বাসনাও ব্যক্ত করেন। **(মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২০)**

অতএব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে তাঁর (সা.) বাণী পৃথিবীময় প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, জাপানও এর বাইরে নয়, দ্বীপপুঞ্জও নয়, আর পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলও এই গণ্ডির বাইরে নয়। **আপনারা এ দেশে আসার সুযোগ পেয়েছেন এটি খোদার পরম কৃপা এবং অপার অনুগ্রহ**। এটি খোদার অনুগ্রহ এবং কৃপা যে, আপনাদের মাঝে এমন মানুষও আছে, এখানে আসার পর যাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহ্ তা'লা উন্নতি দিয়েছেন। আপনারা প্রায় সবাই এমন, যাদের অবস্থা এখানে এসে অর্থনৈতিকভাবেও তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানের চেয়ে স্বচ্ছল হয়েছে। আপনাদের অনেকেই এমন আছেন, যাদের পিতা ও পিতামহগণ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, আর নিশ্চয় তাদের মাঝে এমনও ছিলেন, যাদের হৃদয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা শুনে হয়ত এই বাসনা জাগ্রত হয়ে থাকবে যে, হায়! আমরা যদি সুযোগ পাই তাহলে আমরাও জাপানে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর বাণী প্রচার করব। কিন্তু তাদের সেই আন্তরিক বাসনা অপূর্ণই রয়ে গেছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, আপনারা জাপানে এসেছেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছেন যাতে ইসলামের বাণী সফলভাবে পৌঁছাতে পারেন। আপনারা কি শুধুমাত্র আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের জন্যই জাপানে এসেছিলেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে মর্মবেদনা প্রকাশ করছেন, অন্য মুসলমানরা

জাপানে ইসলাম প্রচার কীভাবে করতে পারবে। কেননা, তারা তো খোদার বাণী এবং ওহীর দ্বার রুদ্ধ করে ইসলামকে এক মৃত ধর্মে পরিণত করেছে। আর জাপানীদের বা পৃথিবীর যে কোন দেশের মানুষের জন্য মৃত এক ধর্মের প্রয়োজন কী? তিনি (আ.) বলেন, তোমরাই তারা, যারা ইসলাম যে এক জীবন্ত ধর্ম তার প্রমাণ দিতে পার আর এর সৌন্দর্য পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পার।

আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথ যেখানে বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানে মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মাঝে কি-বা পার্থক্য থাকল? যদি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রমাণ করতে হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই সেটি সম্ভব। পৃথিবীকে এ কথা বলেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে যে, ইসলামের খোদা যাকে ভালোবাসেন তার সাথে আজও বাক্যালাপ করেন। অতএব এখানে আসার পর কেবল এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আপনাদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সবার এক সম্পর্ক বন্ধন রচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামের প্রচার এবং প্রসার বা বিস্তার লাভের জন্য কোন তরবারির প্রয়োজন নেই। ইসলামের বিস্তার লাভের জন্য সেসব লোকের প্রয়োজন, আল্লাহ্‌র সত্তায় যাদের উৎকর্ষ এবং দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস থাকবে। ইসলামের প্রসারের জন্য সেসব লোকের প্রয়োজন, যাদের ইবাদতের মান হবে উন্নত। ইসলাম প্রসারের জন্য সেসব লোকের প্রয়োজন, যারা হত্যা এবং রাহাজানির পরিবর্তে নিজেদের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করবে। **মুসলমানদের জন্য মর্মান্তিক বিষয় হল, একদিকে খোদার জীবন্ত ওহী এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের কথাকে তারা অস্বীকার করে বসেছে** আর অপরদিকে তরবারির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করছে। কট্টর পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে ইসলাম প্রসারের চেষ্টা করে তারা ক্রমশঃ সহিংস হয়ে উঠছে। নিরীহদেরকে হত্যা করে তারা ইসলাম সেবার দাবি করে। সম্প্রতি প্যারিসে যে ঘটনা ঘটেছে, তা খুবই হৃদয় বিদারক। এমন অপকর্ম করে এরা খোদার কৃপাকে নয় বরং তাঁর অসন্তুষ্টিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আজ আহমদীদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, আপনারা নিজেদের ঈমানের মানকে যেখানে উন্নত করবেন, সেখানে ইসলামের দৃষ্টি নন্দন শিক্ষার মাধ্যমে অন্যদেরকেও তবলীগ করুন।

অতএব এই যে মসজিদ নির্মাণ করেছেন, এর কল্যাণে যে দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে ন্যস্ত হয়, সে দায়িত্ব পালন করুন, মসজিদের প্রাপ্য দিন এবং এই উদ্দেশ্যে পাঁচবেলা একে আবাদ করুন। এর প্রাপ্য দেয়ার মানসে নিজেদের ইবাদতের মানকে সমুন্নত করুন। মসজিদের প্রাপ্য প্রদানের লক্ষ্যে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থা খতিয়ে দেখুন। মসজিদের প্রাপ্য দেয়ার লক্ষ্যে তবলীগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেছেন, **কোথাও ইসলামকে পরিচিত করাতে হলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ কর, তবে তবলীগের পথ এবং পরিচয়ের পথ উত্তরোত্তর প্রশস্ত হবে।** **(মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১১৯)**

অতএব, এই মসজিদ আপনাদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করছে, ইবাদতের মানকে যেখানে আপনাদের উন্নত করতে হবে, সেখানে তবলীগ করার জন্যও নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। উদ্বোধনের পূর্বেই প্রচার-মাধ্যম মসজিদের ব্যাপক কভারেজ দিয়েছে। আর এর বরাতে এক শান্তিপ্রিয় ইসলামের পরিচিতি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে। অতএব এখন, এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হল, এই পরিচিতি থেকে লাভবান হওয়া। জাপানীদের জন্য মসজিদ নতুন কোন বিষয় নয়। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, বলা হয়, এখানে একশ'র মতো মসজিদ রয়েছে। কাজেই, আমাদের মসজিদ উদ্বোধনের বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? এই জন্য যে, সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে এক ভিন্ন ইসলামের চিত্র আমরা তুলে ধরি, সেই প্রকৃত চিত্র তুলে ধরি, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শন করেছেন। আর যা প্রদর্শনের জন্য এ যুগে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) নিবেদিত-প্রাণ ও নিষ্ঠাবান এক দাসকে পাঠিয়েছেন। অতএব, এই চিত্র দেখানোর জন্য আপনাদেরও নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর কেবল বিশ্বাসের দৃঢ়তার গণ্ডিতেই নয় বরং ব্যবহারিক দৃষ্টান্তেরও উন্নত মান যতক্ষণ আপনারা অর্জন না করবেন, পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের ক্ষেত্রে উন্নতি না করবেন ততক্ষণ এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। যেখানে আমাদের মনিব এবং নেতার দৃষ্টি রয়েছে, যেখানে তাঁর নিষ্ঠাবান দাসের দৃষ্টি রয়েছে, আমাদের দৃষ্টিও সেদিকেই নিবদ্ধ করতে হবে। তিনি কি করেছেন আর কি দেখিয়েছেন? নিজ পরিবেশেও তিনি (সা.) সেই প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছেন, যার শিক্ষা তিনি দিয়েছেন। এর উল্লেখ আমরা পবিত্র কুরআনেওও দেখতে পাই। অতএব, কেবল একথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা যুগ ইমামকে গ্রহণ করেছি, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র যে, আমরা আহমদী।

আপনাদের সামনে আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি, তাতে আল্লাহ্ তা'লা যেসব কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, বর্তমান যুগে একমাত্র আহমদী মুসলমানরাই এর মূল সম্বোধিত, কেননা; একমাত্র আমরাই যুগ ইমামকে মেনেছি। আমরাই তারা, যাদের মাঝে ধর্মের দৃঢ়তার লক্ষ্যে খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে। এক আহমদী মুসলমানের জন্য, যুগ ইমামের অনুসারীর জন্য, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দাবিদারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কিছু নীতিগত বিষয় এখানে উল্লেখ করেছেন, প্রধানত নামায প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। কেননা, এটি তোমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। নামায যদি সঠিকভাবে না পড়া হয় এবং ইবাদতের প্রতি মনোযোগ না থাকে, তাহলে এই দাবিও ভিত্তিহীন যে, আমরা প্রকৃত মুসলমান। এই দাবিও অমূলক যে, পৃথিবীতে আমরা বিপ্লব সৃষ্টি করব। আর এই দাবি করাও ভুল হবে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান এবং প্রকৃত দাসকে গ্রহণ করেছি। কেননা, তিনি (আ.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই এটি আখ্যা দিয়েছেন যে, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হল, **খোদার সাথে বান্দার নিবিড় সম্পর্ক বন্ধন রচনা করা**। আর এরপর তিনি (আ.) বলেন, **দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা**। **(মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫)**

এই আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **আল্লাহ্‌র সত্যিকার বান্দাদের বিশেষত্ব হল, তারা খোদাকে ভয় করে**, তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করে, নিজেদের সম্পদ হতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মানবতার কল্যাণ এবং মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, আর শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেই তারা বিপ্লব সৃষ্টি করে না যে, খোদাভীতির সাথে জীবন যাপন কর, বরং নিজেদের উত্তম আদর্শের মাধ্যমে অন্যদেরও নিজেদের সাথে যুক্ত করে নেয়। তাদেরকেও এটি বলে এবং তাদের সামনেও স্পষ্ট করে যে, জীবনের মূল উদ্দেশ্য কী। তাদেরকে এটি অবহিত করে যে, শয়তান থেকে কীভাবে নিরাপদ থাকতে হয়। অতএব এ যুগে, যদি আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত মহাপুরুষকে মেনে থাকি, তাহলে এ কথাগুলোর প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, আমাদের ওপর খোদার অনেক বড় অনুকম্পা হয়েছে, যেখানে অন্যান্য মুসলমানরা বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন এবং তাদেরকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করার মত কোন আহ্বানকারী নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার সুবাদে এবং তাঁর পর তাঁর প্রবর্তিত খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই দৃঢ়তা দান করেছেন যে, আমরা একই আহ্বানে উঠি আর বসি। দৃঢ়তা কেবল ক্ষমতা লাভের মাধ্যমেই অর্জিত হয় না বরং প্রভাব-প্রতাপের মাধ্যমেও হয়ে থাকে, আর হৃদয়ের প্রশান্তি লাভের মাধ্যমেও দৃঢ়তা লাভ হয়। ইনশাআল্লাহ্ সেই সময়ও আসবে, যখন বিভিন্ন সরকারও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাসত্ব বরণ করে প্রকৃত ইসলাম অনুধাবন করবে। কিন্তু এখনই পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করেছে যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের অবহিত কর। অতএব, এটিও এক ধরনের দৃঢ়তা এবং এক ধরনের প্রতাপ, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতাপান্বিত করছেন। কিন্তু এটি থেকে তারাই লাভবান হবে, যারা আল্লাহ্ তা'লার কথার প্রতি কর্ণপাত করবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও, পুণ্যের প্রসার কর এবং পাপমুক্ত থাক আর অন্যদেরকে পাপ থেকে রক্ষা কর। অতএব, যতদিন এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই মৌলিক নীতিকে যতদিন আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততদিন তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে।

তাই সব আহমদীর সর্বদা এ নীতি স্মরণ রাখা উচিত, নিজেদের আমল বা কর্মের উন্নতির প্রতি ক্রমাগতভাবে যেন তারা মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। কেবল তবেই পৃথিবীর মানুষকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারবে। আর চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটিই তখন সেই দৃঢ়তার কারণ হবে, যখন বিভিন্ন সরকার এই প্রকৃত শিক্ষার অধিনস্ত হয়ে মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব বরণ করবে। অতএব প্রকৃত মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বড় লক্ষ্য অর্জনের শুভ সংবাদ দিচ্ছেন কিন্তু সেসব মুসলমানকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন, যারা যালেম নয়, যারা অত্যাচারী নয়, বরং যারা ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা খোদাকে ভুলে না বরং সত্যিকার অর্থে তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব পালন করে। যারা অন্যদের অধিকার আত্মসাৎ করে না, বরং অধিকার প্রদান করে। যারা স্বার্থপর নয় বরং নিঃস্বার্থ। যারা আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখে। যারা শুধু ইজতেমায় আহাদ নামার

পুনরাবৃত্তিকারী নয় বরং পুণ্যের প্রচার এবং প্রসার করে আর পাপ থেকে বিরত রাখার জন্য তারা প্রথমে আত্মবিশ্লেষণকারী হয়। তারা জামাতের ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তার জন্য নিজেদের অহং ও আমিত্বকে পদদলিত করে। অতএব, এ বিষয়গুলোই খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার মর্যাদা দিবে। এই বিষয়গুলোই খোদার সৃষ্টির অধিকার প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। এ বিষয়গুলোই মানুষকে সেই প্রকৃত আহমদীতে পরিণত করবে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর অনুসারীদের কাছে আশা করেন।

আপনাদের মাঝে কতক এমনও আছে, যারা বলে, আমরা খিলাফতের জন্য সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, **কিন্তু পারস্পরিক মনোমালিন্য এবং বিবাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা যখন বলা হয়,** তখন শত শত বাহানা এবং অজুহাত দাঁড় করায়। অতএব প্রকৃত মু'মিন হতে হলে ফাসাদ এবং অশান্তির পথে না থেকে ত্যাগ স্বীকার করে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হোন। যখন এই মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবী করছেন তখন স্মরণ রাখবেন, কোন ইট, সিমেন্ট ও পাথর দ্বারা নির্মিত ভবনের সাথে যুক্ত হচ্ছেন না, বরং সেই ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হচ্ছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে বান্দাদেরকে খোদার সাথে মিলিত করার জন্য পাঠিয়েছেন, আর সব ব্যক্তিগত মনোমালিন্য, বাসনা এবং আমিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে সেই ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করার জন্য যা কুরবানী চায়। শুধু সম্পদের কুরবানীই নয় বরং নিজেদের আমিত্বের কুরবানী চায়। শুধু অন্যদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়া নয় বরং প্রথমে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে এদিকে মনোযোগী করে যে, তুমি যা বলছ, তা নিজেও করছ কি? **'নাহি আনিল মুনকার'** অর্থাৎ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে, অন্যদেরকে বলার পূর্বে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে খতিয়ে দেখতে বলে।

আপনাদের অধিকাংশই পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছেন, যেখানে ইবাদতের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে কঠোরতা, বিধি-নিষেধ এবং কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে বা হতে হয়। যেখানে আপনাদের মসজিদকে মসজিদ বললে শাস্তি পেতে হয়। যেখানে সালাম দিলে আপনাদেরকে তিন বছরের জন্য কারাগারে যেতে হয়। আপনাদের কতক এমনও হবেন, যারা নিজেদের সমস্যার দরুন এখানে অভিবাসন নিয়েছেন। কতক এমনও আছেন, যারা ব্যবসায়ী। অতএব এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন আর প্রণিধান করুন, কত অশেষ কৃপারাজিতে খোদা তা'লা আপনাদেরকে ধন্য করেছেন, ইবাদতের কারণে এখানে কোন কঠোরতার সম্মুখীন হতে হয় না। মসজিদকে মসজিদ বললে কোন শাস্তি পেতে হয় না। এখানে আপনাদের সালাম বা শান্তির বার্তাকে কারাগারে না পাঠিয়ে বরং পছন্দ করা হয়। অতএব এই বিষয়গুলো কি এ দাবি করে না যে, আপনারা নিজেদের মাঝে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করুন, নিজেদের সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য, সেটি অনুধাবন করুন, নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পরিবর্তে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন, পারস্পরিক প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবেশে জীবন যাপন করুন আর এই প্রেম ও ভালোবাসাকে এই সমাজেও ছড়িয়ে

দিন। নিজেদের মাঝে সেসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করুন, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান। শুধু মসজিদ নির্মিত হলেই সেসব বৈশিষ্ট্য আপনা আপনি সৃষ্টি হবে না, বরং এর জন্য চেষ্টা করতে হবে। আর এসব বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় এভাবে উল্লেখ করেন যে, التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (সূরা আত্-তওবা: ১১২) অর্থাৎ তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, (খোদার পথে) সফরকারী বা ভ্রমণকারী, (আল্লাহ্র জন্য) রুকূকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশ দাতা, আর মন্দ কাজ থেকে বারণকারী এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার হিফাযতকারীরা (সবাই সত্যিকার মু'মিন)। আর মু'মিনদের তুমি শুভ সংবাদ দাও।

অতএব, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, একজন মানুষের সত্যিকার মু'মিনে পরিণত হওয়ার প্রথম শর্ত হল, **তওবা করা অর্থাৎ নিজের পাপ স্বীকার করা,** আর এরপর পাপ বর্জনের দৃঢ় অঙ্গীকার করা। **পাপ বলতে শুধু কবিরা গুনাহ্ বা বড় বড় পাপকেই বুঝায় না, বরং ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তি, যা ব্যবস্থাপনার ত্রুটিতে পর্যবসিত হয়, তাও পাপে রূপ নেয়**। আর এই অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইবাদতের প্রকৃত চেতনা নিয়ে খোদার ইবাদত করা এক মু'মিনের জন্য অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীনে জীবন যাপন করা এক মু'মিনের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা কি বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কি? আমি পূর্বেই এটি উল্লেখ করে এসেছি, আল্লাহ্র ইচ্ছা হল, মানুষ যেন খোদার ইবাদত করে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)অর্থাৎ আমি জিন্ন এবং মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। অতএব, সম্পদশালী বা ব্যবসায়ীদেরও ইবাদতের গণ্ডির বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর সাধারণ মানুষ বা দরিদ্রদেরও ইবাদতে আলস্য প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকেই অনেক বড় বড় কুরবানী করেছেন, আর নিজেদেরকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে অনেক নিম্ন আয়ের মানুষও আর্থিক কুরবানী করেছেন। শিশুরাও কুরবানীর অনেক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কিন্তু এসব কিছু আর মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে অঢেল কুরবানী করাও আপনাদেরকে ইবাদতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে না বা ইবাদতে আলস্য প্রদর্শনের অনুমতি দেয় না। যদি আপনারা সত্যিকার অর্থে এই মসজিদ আবাদ করেন আর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন তবেই এই ত্যাগ এবং এই কুরবানী গৃহীত হবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী হও। খোদার ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সত্যিকার প্রশংসা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করুন, কেননা তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য কুরবানীর তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ্র প্রশংসা করুন, কারণ তিনি এই মসজিদের মাধ্যমে তবলীগের পথ প্রশস্ত করেছেন। খোদার প্রশংসা এ জন্য করুন, কারণ তিনি ইসলামের দৃষ্টি নন্দন শিক্ষা প্রচারের

নতুন পথ সুগম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা এ কারণে করুন, তিনি আপনাদেরকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দিয়েছেন আর অর্থনৈতিক এ উন্নতি কারো কোন বুদ্ধি বা মেধা-মনন বা জ্ঞানের বলে নয়, বরং খোদার কৃপাগুণে অর্জিত হয়েছে। তাই, খোদার কৃপারাজিকে স্মরণ করুন আর তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করুন। প্রতিকূল পরিস্থিতি যদি দেখা দেয়, সেক্ষেত্রেও খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকা, এটিও খোদার প্রশংসার আরেকটি উপায়। কখনো অকৃতজ্ঞ হবেন না। যুগ-ইমামকে মানার তৌফিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাই এ কারণেও খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মু'মিনরা তাদের ভ্রমণকেও খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে লাগায়। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের এই দেশে আসা, তবলীগের ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হওয়া উচিত।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মু'মিন রুকুকারী। একটি হল নামাযে রুকু করা। এর আরেকটি অর্থ হল, নিজেদের সময়, জীবন ও সম্পদ ধর্মের খাতিরে বা ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা। তাই, নিজেদের অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন। প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং মান-সম্ভ্রম উৎসর্গ করার যে অঙ্গীকার, তা শুধু প্রথাগত ভাবে আওড়াবেন না, বরং এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হোন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, মু'মিনের জন্য সাজেদ বা সিজদাকারী হওয়াও আবশ্যক, অর্থাৎ খোদার নৈকট্য অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করুন এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। মহানবী (সা.) বলেছেন, সিজদাকালীন সময় মু'মিন খোদার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করে। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সালাত, বাবঃ মা ইউকালু ফীর রুকুয়ে ওয়াস্ সুজুদে, হাদীস নম্বরঃ ১০৮৩)**

অতএব, এই নৈকট্যের সিজদা সন্ধানের চেষ্টা করুন। শুধু কপাল মাটিতে ঠেকানোর নামই সিজদা নয়, বরং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরম বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র সামনে বিনত হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন। খোদার সামনে বা খোদার চরণে নিজের সব কিছু উজাড় করে, নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে, নিজের সম্মানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে ব্যবস্থাপনার আনুগত্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা আবশ্যক। আর ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করার কারণ হল, **খোদা তা'লা এ নির্দেশ দিয়েছেন**। এটিও খোদার নৈকট্যের কারণ হয়ে থাকে। অতএব, খোদার নৈকট্য অর্জনের জন্য সিজদা করা হয় আর এটি করা তখন সম্ভব, যখন মানুষের মাঝে বিনয় সৃষ্টি হয় আর সেটি আমাদের সন্ধান করা উচিত। অতএব এই বিনয়াবনত সিজদার সৌভাগ্য যদি আমাদের লাভ হয়, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পরম চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতি যদি মনোযোগ থাকে, তাহলে নিজের সকল শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করে অন্যদের সৎকর্মের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে আল্লাহ্ তা'লার নিকটতর করুন। এরপর তবলীগের প্রতি মনোযোগী হোন। অন্যদেরও, অর্থাৎ যারা বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত হচ্ছে, তাদেরকেও খোদার সামনে সমর্পণকারী বানান। অন্যদেরকেও পাপে নিমজ্জিত হওয়া

বা আগুনে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আজ এটিই সব আহমদীর কাজ বা দায়িত্ব। বিশ্ববাসীকে খোদার ক্রোধ থেকে রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব।

আর এটিও স্মরণ রাখবেন, যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, সত্যিকার মু'মিন খোদার নির্ধারিত সীমা সমূহের সুরক্ষা করে। সেসব বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখুন আর সেগুলোর হিফাযত করুন। অর্থাৎ পূর্ণ সচেতনতার সাথে সেগুলো পুরোপুরি মেনে চলার চেষ্টা করুন, যা অনুসরণের নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর সেসব বিষয়ের সুরক্ষাও আবশ্যক, যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল বলেছেন। সেসব কথার প্রতিও মনোযোগ দিন, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন এবং নিজ জামাতের কাছে সে বিষয়ে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। আর সেসব কথার প্রতিও মনোযোগ দিন, শুনুন এবং কাজে রূপায়িত করার চেষ্টা করুন, যা যুগ খলীফার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে বলা হয়। নিজেদের ঈমান এবং আমলের সুরক্ষা করুন। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতরূপী যে নিয়ামতে আমাদের ধন্য ও সন্মানিত করেছেন, এর মূল্যায়ণ করুন। কেননা, ধর্মের দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এটিকে আবশ্যিক অনুষঙ্গ আখ্যায়িত করেছেন আর এমন মু'মিনদের শুভ সংবাদ দিয়েছেন, যারা এসব কথার উপর আমল করে বা অনুসরণ করে। অতএব আত্মবিশ্লেষণ করুন, আর সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হোন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার মু'মিন হিসেবে শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

এমটিএ– তবলীগ ও তরবীয়তের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম

খোদার বিশেষ অনুগ্রহ যে, আধুনিক যুগের আবিষ্কারাদি তিনি আমাদের করতলগত করেছেন, অধীনস্ত করে দিয়েছেন। **জামাত, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ডলার এমটিএ'র পিছনে ব্যয় করে। এটি তবলীগ এবং তরবীয়তেরও সর্বোত্তম মাধ্যম আর সবচেয়ে বড় বিষয় হল, এটি যুগ খলীফার সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম**।

সম্প্রতি ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময়ে এক মা এখানে উল্লেখ করেন, সন্তানদের তরবীয়তের ব্যবস্থা নেই, ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে মুবাল্লিগ বা ব্যবস্থাপনাকে অভিযুক্ত করার পরিবর্তে এই চিন্তা করুন, সপ্তাহে ছয় দিন সন্তানরা হয় পিতামাতার কাছে থাকে নতুবা স্কুলে থাকে। যখন তারা ঘরে অবস্থান করে, তখন অন্ততঃপক্ষে যুগ খলীফার অনুষ্ঠানমালা শোনার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। এর ফলে একটি সম্পর্ক এবং ভালোবাসা গড়ে উঠবে, তরবীয়ত হবে, জামাতের ঐক্য কাকে বলে তা তারা বুঝতে পারবে। কাজেই, পিতামাতাকে যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তরবীয়ত করতে হয় তাহলে যুগ খলীফার অনুষ্ঠানমালার সাথে স্বয়ং নিজেরাও সম্পৃক্ত হোন আর সন্তানদেরও সম্পৃক্ত করুন।

অনেক অ-আহমদীও আমাকে লিখেন, আপনার খুতবা বা অমুক অনুষ্ঠান দেখে ধর্মের প্রকৃত মর্ম আমরা বুঝতে পেরেছি। তাই, আহমদীদের ধর্ম শিখা এবং সংশোধনের জন্য আর ঐক্য প্রতিষ্ঠার

জন্য যুগ খলীফার অনুষ্ঠানমালার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোথাও যদি সময়ের পার্থক্য থেকে থাকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন সরাসরি খুতবা সম্প্রচার করা হয়, তখন জাপানের সময় ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু সব অনুষ্ঠানই বিভিন্ন সময়ে পুনঃপ্রচার করা হয়। তাই, সদিচ্ছা থাকলে শোনা সম্ভব।

কিছু মানুষের মাঝে একটি ব্যাধি হল, **পরস্পরের ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজতে থাকে**, দুর্বলতা সন্ধান করার পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে নিজেদের সময়কে কাজে লাগান।

অনুরূপভাবে, যারা পদাধিকারী, তিনি জামাতের প্রেসিডেন্টই হোন বা অন্যান্য কর্মকর্তাই হোন না কেন, ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে মানুষের তরবীয়ত করুন। পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করুন। মনোমালিন্যের পরিবর্তে ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করুন। অন্যদের আপনারা বার্তা দিচ্ছেন এবং বলছেন, 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' কিন্তু আপনাদের হৃদয়েই যদি হিংসা-বিদ্বেষ থাকে, তাহলে কোন লাভ নেই। যারা এই অবস্থায় জর্জরিত, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন আনুন। নিজের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টির চেষ্টা করুন আর সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হোন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার মু'মিন হওয়ার শুভসংবাদ দিয়েছেন।

ঘরে অনেক সময় জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার বিষয়টিকে সামান্য মনে করা হয়। কিন্তু নিজেদের অজান্তেই এর মাধ্যমে আপনারা নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করছেন। একটু চিন্তা করুন! আমরা এই দাবি করছি যে, সৎকাজের আদেশ দিব আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখব, পুণ্যের প্রসার করব, পাপ থেকে বিরত রাখব। তাই, প্রথমে নিজেকে এবং নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে ও সন্তান-সন্ততিকে সম্বোধন করুন। নতুবা, আপনাদের তবলীগ কোন ফল বহন করবে না। মসজিদ নির্মাণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, এর ফলে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করুন।

জাপানের আহমদীদেরকে আমি বলব, ধর্ম শিখুন আর নিজেদের ঈমান এবং বিশ্বাসে আপনারা ক্রমশ উন্নতি সাধন করুন। এটি দেখবেন না যে, অমুক জন্মগত আহমদী বা তমুক পুরনো আহমদী, সে এমন-তেমন। ধর্মীয় বিষয়ে যদি সে দুর্বল হয়ে থাকে, তাহলে আপনি তাকে সঠিক পথ দেখানোর মাধ্যম হয়ে যান। পূর্বেও আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা কারো আত্মীয় নন। যে সৎকাজ করবে এবং ইবাদতের মানকে সমুন্নত করবে, খোদার সাহায্য এবং সমর্থন তার সাথে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা সব আহমদীকে এই মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে জীবন-যাপন করার তৌফিক দিন। আর এ মসজিদ সব আহমদীর ঈমান এবং তাদের ব্যবহারিক অবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টিকারী হোক। আমরা যেন শুধু সাময়িক উৎসাহ-উদ্দীপনার বশবর্তী হয়ে মসজিদ নির্মাতা না হই, বরং সত্যিকার অর্থেই এর সাথে সম্পৃক্ত দায়িত্বাবলী পালনকারী হই।

মসজিদ সংক্রান্ত কিছু তথ্যও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। মসজিদের মূল আয়তন হল এক হাজার বর্গ মিটার। এটি একটি দ্বিতল বিল্ডিং। এখানে যারা এসেছেন, তারা ইতিমধ্যে এটি

দেখেছেন আর সেই সাথে বিশ্ববাসীকে অবহতি করতে চাই, এই এলাকার প্রধান সড়কের পাশেই এটি অবস্থিত। এই সড়ক এই এলাকার সব বড় সড়কের সংযোগস্থল। হাইওয়ের এক্সিটের অতি নিকটে, বরং দু'টো হাইওয়ে এর পাশে রয়েছে। এছাড়া পাশেই রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। এই রেলস্টেশন থেকে নাগোয়া আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সরাসরি ট্রেনে যাতায়াত করা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। মসজিদের নাম আমি "বায়তুল আহাদ" রেখেছিলাম। এখানে বরকতের জন্য কাদিয়ানের মসজিদে মোবারক এবং দারুল মসীহ্‌র ইটও সংস্থাপন করা হয়েছে। এই ভবনের নীচ তলায় মসজিদের প্রধান হল রয়েছে। এই হল, যেখানে আপনারা বসে আছেন, এখানে পাঁচশতাধিক নামাযীর সংকুলান সম্ভব। আর ওপরের তলায় লাজনা হল ও উঠান রয়েছে। সেখানে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে কোন অনুষ্ঠান করাও সম্ভব। মোটের ওপর এই অংশ যদি যোগ করা হয়, তাহলে ৭/৮ শ' মুসল্লীর সংকুলান সম্ভব। দোতালায় অফিস, ছোট্ট একটি লাইব্রেরী, লাজনা হল, মুরুব্বীর বাসা ও অতিথি ভবন রয়েছে। এই মসজিদের বিল্ডিং ক্রয় করে পরে এতে পরিবর্তন আনা হয়েছে আর এটিকে মসজিদে রূপ দেয়ার জন্য এর চার কোনায় মিনারও নির্মাণ করা হয়েছে আর গম্বুজও বানানো হয়েছে। প্রধান সড়কের পাশে অবস্থিত হওয়ার কারণে এটি মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রেও পরিণত হয়েছে। এই মসজিদ কেবল জাপানেই নয়, বরং সমগ্র উত্তর পূর্ব এশিয়ান দেশ চীন, কোরিয়া, হংকং ও তাইওয়ান, ইত্যাদিতেও জামাতের প্রথম মসজিদ। আল্লাহ্ তা'লা একে অন্যান্য স্থানেও পথ উন্মোচনের কারণ বানান, আর সেখানকার জামাতগুলোও যেন উন্নতি করে এবং মসজিদ নির্মাণের সুযোগ পায়।

যেমনটি আমি বলেছি, এই বিল্ডিং ক্রয় করে এটিকে মসজিদে রূপ দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সনের জুন মাসে এই বিল্ডিং ক্রয় করা হয়েছিল। এর ক্রয় এবং নির্মাণ ইত্যাদির পিছনে প্রায় ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ইয়েন খরচ হয়েছে, যা প্রায় ১২ লক্ষ ডলার-এর সমান। এর প্রায় অর্ধেকের কিছু কম কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বা সাহায্য ছিল। বাকী এখানকার এই ছোট্ট জামাতের সদস্যরা অসাধারণ কুরবানী করে মসজিদ নির্মাণে ভূমিকা রখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন। মসজিদের জন্য যখন এই জায়গা ক্রয় করা হয়, তখন প্রথমদিকে ধারণা ছিল, নির্মাণের অনুমতি হয়তো সহজেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এরপর এমন একটি সময় আসে, যখন নির্মাণের অনুমতি পাওয়া বড়ই কঠিন মনে হচ্ছিল। জামাতের নামে রেজিস্ট্রেশন এবং মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করা বড় কঠিন মনে হচ্ছিল। আইনবিদেরা একবার মসজিদ কমিটিকে পরামর্শ দেয় যে, একাজ খুবই কঠিন মনে হয়, জামাত রেজিস্টার্ড না হওয়ার কারণে জামাতের নামে ট্রান্সফার এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই তাদের পরামর্শ ছিল এই চুক্তি থেকে সরে আসাই যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু পথের এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আল্লাহ্ তা'লা দূরীভূত করেন। স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে সমস্যা বা আপত্তি দেখা দেয়ার আশঙ্কা ছিল। কেননা, এটি ছোট্ট একটি শহর। এই শহরে এটি প্রথম মসজিদ। কিন্তু স্থানীয় লোকদের সাথে যখন মিটিং

করা হয়, আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে তাদের বক্ষ এবং হৃদয় উন্মোচিত করেন যে, তারা তাৎক্ষণিক ভাবে সম্মতি দেন। তাদের অনেকেই হয়তো এখন এখানে উপস্থিত আছেন বা বসে আছেন। এসব বিষয় এখানে বসবাসকারী আহমদীদের জন্য ঈমান এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তার কারণ হওয়া উচিত। আমি পুনরায় বলব, আপনাদের নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

'বায়তুল আহাদ' মসজিদের জন্য কতিপয় উল্লেখযোগ্য আর্থিক কুরবানীর ঘটনাও ঘটেছে। মসজিদ নির্মাণের জন্য যখন আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করা হয়, তখন চাঁদা সংগ্রহকারী বা সেক্রেটারী মাল, যিনি তাহরীক করেছেন, তাকে এই বলে একজন আহমদী সাথে নিয়ে যান যে, আমার সাথে আমার বাড়ীতে চলুন, আমার ঘরে যা আছে আমি পেশ করছি। তার স্ত্রী একজন জাপানী। তিনি যখন ঘরে গিয়ে চাঁদার কথা বলেন, তখন তার স্ত্রী বিভিন্ন বক্স এনে তার সামনে রেখে দেন। সেগুলো থেকে যখন টাকা বের করা হয় বা যখন গোণা হয়, তখন সব মিলিয়ে তা মোট ১০ হাজার ডলার মূল্যমানের ছিল। অনুরূপভাবে, জাপান জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব একথাও লিখেছেন, কোন কোন বন্ধুর অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতাম যে, তারা খুব একটা সচ্ছল নন। কিন্তু নিজেদের ব্যয় সংকোচন করে খোদার গৃহ নির্মাণের জন্য তারা অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আর এক সময় মোট যে পরিমাণ অর্থ দেয়ার কথা, তাতে দু'আড়াই লক্ষ ডলারের ঘাটতি ছিল। কিন্তু বন্ধুরা অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে এই অর্থ পরিশোধ করেছেন। যারা পূর্বে দিয়েছিলেন, তারাও পুনরায় পূর্ণ চেষ্টা করেন এবং তাদের কাছে যা কিছু ছিল, তার পুরোটাই তারা উপস্থাপন করেন। আর এভাবে প্রায় সাত লক্ষ ডলার সংগৃহীত হয়। এক যুবক ছাত্র খন্ডকালীন চাকরী করেন। তিনি আশি হাজার ইয়েন বেতন পান। তা থেকে এখন পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে মসজিদের জন্য পঞ্চাশ হাজার ইয়েন দেয়ার সৌভাগ্য পাচ্ছিলেন বা রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত সেই চাঁদা তিনি দিচ্ছিলেন। আহমদী শিশুরাও অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। নিজেদের পকেট খরচ সাশ্রয় করে তারা মসজিদের জন্য চাঁদা দিতে থাকে। শিশুদের মাঝে সবচেয়ে বড় কুরবানী করেছে এক মেয়ে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুদ্রার আকারে বড়দের কাছ থেকে যে উপহার সে পেত, তা সে জমিয়েছিল আর সেই মোট অর্থের পরিমান প্রায় ৯ হাজার ডলারের মত ছিল, এর পুরোটাই সে দিয়ে দিয়েছে। আহমদী মহিলারাও অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তারা নিজেদের গহনাগাটি পেশ করেছেন। এক ভদ্র-মহিলা নিজের চব্বিশটি চুড়ি মসজিদ নির্মাণের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। আরেকজন ভদ্র-মহিলা তার গহনা, যা তিনি বিয়ের সময় মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তা মসজিদ নির্মাণের জন্য জামাতের হাতে তুলে দিয়েছেন। আরেকজন ভদ্র মহিলা যিনি পাকিস্তান থেকে এসেছেন, তিনি তার গহনার নতুন সেট মসজিদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন যা গত জানুয়ারী মাসেই তিনি তার মেয়ের বিয়ের জন্য ক্রয় করেছিলেন। সব কুরবানীকারীকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ সন্নিধান থেকে অসাধারণ দানে ভূষিত করুন, তাদের ধন এবং জনসম্পদে প্রভূত বরকত দিন, তাদের ঈমান এবং বিশ্বাসেও উত্তরোত্তর দৃঢ়তা দান করুন। আর তাদের সবাইকে মসজিদের সাথে যুক্ত দায়িত্বাবলী

যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দিন। এই মসজিদ তাদের ইবাদতের মান উন্নয়নের পাশাপাশি পারস্পরিক ভালোবাসার মান উন্নয়নেরও কারণ হোক। আর এই ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দেখে যেন অন্যদের মনোযোগও এদিকে আকৃষ্ট হয়।

অ-আহমদী প্রতিবেশীরাও অনেক ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। একজন জাপানি বন্ধু যখন জানতে পারেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বহির্বিশ্ব থেকে ব্যাপক সংখ্যক অতিথি আসতে যাচ্ছেন, তখন তিনি তার অনেক বড় তিন তলা বাড়ি জামাতের হাতে তুলে দেন, অতিথিদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করুন। এছাড়া, মসজিদের প্রতিবেশীরা যখন জানতে পারেন, এখানে মসজিদের উদ্বোধনের জন্য অনেক অতিথি সমাগমের প্রত্যাশা রয়েছে, তখন তারা গাড়ি পার্ক করার জন্য নিজেদের পার্কিং এর জায়গা ছেড়ে দেন। জাপানীরা সচরাচর কোন বিল্ডিং এর উদ্বোধন উপলক্ষে বিল্ডিংকে খুবই দামী ফুল দিয়ে সাজিয়ে থাকে। দু'জন জাপানি বন্ধু যখন জানতে পারেন, জাপানে আহমদীয়া জামাতের মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে, তখন তারা বলেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারা মসজিদকে ফুল দিয়ে সাজাতে চান। অতএব, তারা স্বতস্ফূর্তভাবে সাহায্য করেন।

মসজিদের রেজিস্ট্রেশনের কাজের ক্ষেত্রে একজন অমুসলমান উকিল, আকিও নাজিমা সাহেবের সহযোগিতার কথাও বলতে চাই, তিনি অনেক কাজ করেছেন। তিনি আইনি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখেন। তিনি অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছেন। তার কাজের পারিশ্রমিক অন্ততঃপক্ষে বিশ হাজার ডলার দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি বলেন, জাপানের উপর আহমদীয়া জামাতের অনেক বড় অনুগ্রহ রয়েছে তাই তার বিনিময় স্বরূপ কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই আমি এই কাজ করব। অতএব, তিনি কোন পারশ্রিমিক নেন নি। পত্র-পত্রিকা এবং প্রচার মাধ্যমেও এই (মসজিদের) খবর ব্যাপক হারে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি আমি প্রথমেই বলেছি। সব বড় বড় পত্রিকা এবং প্রসিদ্ধ টেলিভিশন চ্যানেলে এর উল্লেখ করা হয়েছে। আর ১১ নভেম্বর মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ পত্রিকায় এই রিপোর্ট ছেপেছিল যে, **'মুসলমান, যাদের ঈমানের অঙ্গ হল, শান্তি এবং ভালোবাসা'**। জামাতে আহমদীয়া জাপানের মসজিদ এবং কমিউনিটি সেন্টার আই চি প্রিফেকচারের তিসোশীমা শহরে নির্মিত হয়েছে, অর্থাৎ এখানে যা স্থানীয় সরকারের এলাকা। এই মসজিদ পাঁচটি ছোট-বড় মিনার সম্বলিত। আরো লিখেছে, এখানে প্রায় ৫০০ মুসল্লী একসাথে নামায পড়তে পারবে। পুনরায় লিখেছে, আহমদীয়া জামাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল, সমাজের সাথে মিলেমিশে শান্তি এবং ভালোবাসার প্রচার করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা। জাপানে বেশির ভাগ পাকিস্তানী এবং অন্য আরো ১৫টি জাতি-গোষ্ঠির সমন্বয়ে এই জামাতের সদস্য সংখ্যা দু'শর মত। এই জামাত স্বেচ্ছা-সেবামূলক কর্মকান্ডেও অগ্রগামী। 'কোবে'তে যে ভূমিকম্প ও সূনামী আঘাত হেনেছে আর পরে উত্তর জাপানে যে ভূমিকম্প হয়েছে, এছাড়া এ বছরের বন্যার সময় বন্যা কবলিতদের খাবার ইত্যাদি সরবরাহ করে সেবামূলক কাজেও তারা অবদান রেখেছে।

অতএব, এ হল, অন্যদের উপর আহমদীয়া জামাতের প্রভাব, এরা শান্তিপ্রিয় এবং শান্তি প্রসারকারী ইসলামের প্রতিনিধি। এরা মানব সেবামূলক কাজ করে থাকে। এটিকে ধরে রাখা এবং এই প্রভাবের গণ্ডিকে প্রসারিত করার চেষ্টা করা এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দিন, সব আহমদী যেন এই বাস্তবতা বা এই সত্যের প্রসার এবং প্রচারকারী হয়, ইসলাম প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা এবং শান্তির ধর্ম আর আমাদের মসজিদ হল এসব কিছুর মূর্ত প্রতীক, যেন এই জাতির ভেতর ইসলামের সত্যিকার বাণী প্রচারের পথ উত্তরোত্তর সুপ্রশস্ত ও সুপ্রসারিত হয় এবং এই জাতিও যেন সেসব সৌভাগ্যবান মানুষের অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা নিজেদের স্রষ্টাকে চিনবে এবং মানব দরদী রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা বুঝবে। (আমীন)

(সূত্রঃ আল্-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১-১৭ ডিসেম্বর ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ৫০তম সংখ্যা, পৃঃ ৫-৯)
কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।